FEB 17 2001

দৈনিক ইনকিলাব

আমাদের আইন শিক্ষা ও প্রাসাঙ্গিক আলোচনা

এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান

বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই স্থান-কাল ছাড়াও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। আইন শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য- সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারাকে সমুন্নত রাখিয়া তৎসঙ্গে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে মানবিক মূল্যবোধের জ্ঞান অর্জন এবং বাস্তব রূপদান করা। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, অধিকার স্থাপন ও কর্তব্য, ন্যায়-অন্যায় বোধ, অপরাধ ও পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন থাকা আইন শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই আইন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যেই অপরিসীম।

অন্যান্য সভ্য রাষ্ট্রের মতো আমাদের দেশেও আইন শিক্ষা বা আইনী প্রশিক্ষণের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন মহাবিদ্যালয় রহিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএল.বি. (সম্মান) ও এলএল.এম. কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও আইন অনুষদ রহিয়াছে তথাপি পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, কিন্তু বর্তমানে তথায় আইন শিক্ষা প্রবর্তন করা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মহাবিদ্যালয়গুলি, যেখানে এলএল.বি. (পাস কোর্স) পড়ানো হইত, সেই মহাবিদ্যালয়গুলি বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। আইন মহাবিদ্যালয়গুলি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন না থাকিয়া যদি স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকিত তাহা হইলে আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক হইত বলিয়া মনে করি।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যে আইন শিক্ষা প্রদান করা হয় [এলএল.বি (সম্মান) ও এলএল.এম.] তাহা মহাবিদ্যালয়গুলিতে প্রদত্ত শিক্ষা [এলএল.বি. (পাস কোর্স)] হইতে যথেষ্ট উন্নত। ফলে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষা লাভ করে তাহাদের সহিত আইন মহাবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মাঝে মানগত অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আইন শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে এই পার্থক্য দূরীভূত করা একান্ত অপরিহার্য। উহা সম্ভব হইতে পারে যদি আইন মহাবিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো এলএল.বি. (পাস কোর্স) পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার সাধন করা যায়।

আর্থিক দিক দিয়া অধিকাংশ আইন মহাবিদ্যালয়ই বেশ দুর্বল। ইহার কারণ স্বরূপ বলা যায়, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আশানুরূপ অনুদান ও সহযোগিতা আইন মহাবিদ্যালয়গুলি পায় না। ফলে মহাবিদ্যালয়গুলিতে যথার্থভাবে আইন শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। উপযুক্ত শিক্ষকমন্ডলী, পর্যাপ্ত আইন পুস্তক সম্বলিত গ্রন্থাগার, অবকাঠামোগত সুবিধা এবং সুষ্ঠু পরিবেশ-অধিকাংশ আইন মহাবিদ্যালয়েই অনুপস্থিত বা অপ্রতুল। প্রায় সকল শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় লিখিত নানা ধরনের নোট বা গাইডধর্মী বইয়ের উপর নির্ভর করে। ইহাতে হয়তো পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব হয়, কিন্তু আইন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভের সত্যিকার উপকরণ পাওয়া যায় না। বিদেশ হইতে যে সকল আইন পুস্তক আসে সেইগুলি এবং আমাদের দেশের মূল আইনগুলি ইংরেজিতে লিখিত। অধিকাংশ আইন মহাবিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার না থাকায় ঐ ধরনের পুস্তক শিক্ষার্থীদের অনেক ক্ষেত্রে দেখারও সুযোগ ঘটে না। এই সকল সমস্যা বিদ্যমান থাকায় অধিকাংশ আইন মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হয় না এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের পথ বাছিয়া লয়। বিশেষ করিয়া অধুনাকালে দুঃখজনক হইলেও এমন কিছু আইন মহাবিদ্যালয় রাতারাতি গড়িয়া উঠিতেছে যেইগুলির মাধ্যমে আইন শিক্ষার নামে শীঘ্র এলএল.বি. (পাস কোর্স) ডিগ্রী লাভের সহজ উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে- বিনা পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায়।

এই সকল সীমাবদ্ধতা দূর করিতে হইলে সরকারের শিক্ষা বিভাগ ও কতক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। একদিকে আইন মহাবিদ্যালয়গুলিকে পর্যাপ্ত আর্থিক অনুদানের প্রয়োজন রহিয়াছে, অপরদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যিকারভাবে আইন শিক্ষাদানের জন্যে অসৎ পন্থা অবলম্বন কঠোরভাবে দমন করার মাধ্যমে সুষ্ঠু-সুন্দর পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। সরকার, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন মহাবিদ্যালয়গুলোকে সাবলীল গতিতে চালু রাখিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের আইন বিষয়ে সত্যিকারভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষকমন্ডলী, লেখা-পড়ার সুন্দর ও স্থিতিশীল পরিবেশ, দেশী- বিদেশী আইন পুস্তক সুসজ্জিত গ্রন্থাগার এবং সর্বোপরি নিয়মানুবর্তিতা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে যথাবিহিত কর্তৃপক্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ থাকিতে হইবে। লক্ষ্য করা যায় যে, সাধারণত এলএল.বি. (পাস কোর্স) পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। ইহাতে শিক্ষার্থীরা নিদারুণ দুর্ভোগ ও হতাশার শিকার হয়। যথাসম্ভব যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যেই পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা প্রতিটি শিক্ষার্থীরই একান্ত কাম্য। উপরন্তু একটি কথা বলিলে হয়তো অত্যুক্তি হইবে না যে, প্রশ্নপত্রের ধারাতে যদি নতুনত্ব আনয়ন করা যায়, যাহাতে শিক্ষার্থীরা আইনের মূল পুস্তকসমূহ পড়িতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে আইন শিক্ষা ফলপ্রসূ হইতে পারে। আইন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কখনও নিজ দেশের ব্যাপার সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন উঠিলে আইনজীবীরাই উহার মোকাবিলা করিতে পারেন। আইনের শাসন ও সুশীল সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমেই আইন সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকিতে হইবে। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আইন বিষয়ক শিক্ষা অর্জন করা সহজ নয়। মুক্ত ও গতিশীল ভাবনা, অধ্যবস এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই সত্যিকার অর্থে আইন শিক্ষা ল করা যায়।

আইনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর আইনজীবী হিসা তালিকাভুক্তির জন্য প্রার্থীকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর আরোপিত বিধিমালার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সনদপত্র প্রদান ক হয়। উহার জন্যে বর্তমানে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধ রহিয়াছে। লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রায় সময় এলএল.ি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের অনুরূপ হইতে দেখা যায়। কিন্তু একব যে শিক্ষার্থী এলএল.বি. পরীক্ষায় কৃতকার্য, তাহাকে সন লাভের জন্যে প্রায় একই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইতেছে বিষয়টি এই কৌশলগত দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করি দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। বাংলাদেশ বার কাউন্সি অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার প্রশ্নগুলো যদি বস্তুগত ও ব্যবহারিক ধাঁচে হয়, তাহা হইলে পূর্বের কোন কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাব থাকিবে না। উপরন্তু যে প্রার্থী সনদ লাভ করিতেছেন, ব্যবহারি জ্ঞান লাভের ফলে তিনি আইনজীবী হিসা আদালত ও সংশ্লিষ্ট স্থানে যথেষ্ট উপকৃত প্রতিশ্রুতিশীল হইবেন।

আইনজীবী হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য, আদালতকে কোন ধরনের বিবেচ্য বিষয়ে সহায়তা প্রদান ক যাহাতে প্রকৃত ঘটনাটি উদ্‌ঘাটিত ও ঘটনাটি প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়। কিন্তু জ্ঞানে সংকীর্ণতাবশত যেখানে কেবল আত্মপক্ষ প্রতি করারই চেষ্টা চলে সেখানে আইনের যথার্থ বিকা লাভ সুদূরপরাহত হয়। একজন সনদপ্রা আইনজীবীকে আইনের সাধারণ নীতিমালার সহি যেমন পরিচিত থাকিতে হইবে, তেমনি উহা কা পরিণত করিবার মানসিকতাও জরুরী। দেশে সাধারণ মানুষকে আইনী সহযোগিতা ও পরাম প্রদান করা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আইন বিষ প্রতিনিধিত্ব করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যা ব্যাপারে আইন বিষয়ে অগাধ প্রজ্ঞার প্রয়োজন বর্তমানে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ইহাতে সক্রি ভূমিকা পালন করিতেছে। আইন সম্পর্কিত স্বচ্ছ সাধারণ জ্ঞান লাভ এবং সচেতন সুনাগরিক গড়ি তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাত শ্রেণীর বিকল্প বা অনুষঙ্গী বিষয় হিসেবে আইন অন্তর্ভুক্ত কর যাইতে পারে।

শিক্ষানবিশী আইনজীবীদের ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করি তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের উদ্যোগে ও মাধ্য অন্তত এক মাস পেশাগত আচরণ-বিধি ও শিষ্টাচার সম্বন্ধে নির্দেশনা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। আইনজীবীগণ শিক্ষানবী পর্যায়ে নিয়মিত আদালত ও আইন চেম্বারে উপস্থিত থাকি আইনের ব্যবহারিক ও পদ্ধতিগত বিষয়াদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞত অর্জনের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট কিনা- এই ব্যাপারে দৃ রাখিতেও প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার।

সত্যিকার অর্থে আইন শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেবে সর্বাঙ্গীন সংহত ও সুশৃঙ্খল করিয়া তোলে। বলা বাহুল্য, আইন সম্বন্ধে ইতিবাচক ধ্যান-ধারণা না থাকিলে সঠিকভাবে মানসিব বিকাশ লাভও ব্যাহত হয় আমাদের দেশে সরকার, সংশ্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন মহাবিদ্যালয়গুলির তরফ হইতে সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি আইন শিক্ষাঙ্গন শিক্ষাদানের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা সমাজ ও জাতির মঙ্গলার্থে সবিশেষ প্রয়োজন। ❑

> *আইনজীবী হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য, আদালতকে যে কোন ধরনের বিবেচ্য বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা যাহাতে প্রকৃত ঘটনাটি উদ্‌ঘাটিত ও ঘটনাটির প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়। কিন্তু জ্ঞানের সংকীর্ণতাবশত যেখানে কেবল আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠা করারই চেষ্টা চলে সেখানে আইনের যথার্থ বিকাশ লাভ সুদূরপরাহত হয়। একজন সনদপ্রাপ্ত আইনজীবীকে আইনের সাধারণ নীতিমালার সহিত যেমন পরিচিত থাকিতে হইবে, তেমনি উহা কার্যে পরিণত করিবার মানসিকতাও জরুরী। দেশের সাধারণ মানুষকে আইনী সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আইন বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে আইন বিষয়ে অগাধ প্রজ্ঞার প্রয়োজন।*